সমকাল

তারিখ ...1 0-DEC 2013 ...
পৃষ্ঠা - ৪ - কলাম ... ৭ ......

নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস

কেবল প্রার্থীরাই শাস্তি পাবে?

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১৭ জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষা হয়েছিল ৮ নভেম্বর। প্রশ্নপত্র ছিল সাত সেট। তার মধ্যে দুটি সেট ফাঁস হয় এবং সেটা নিশ্চিত হয়েই ১৭ জেলার পরীক্ষা বাতিল করা হলো। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় ১২ নভেম্বর। তার রিপোর্ট মেলে মোটামুটি মাসখানেক পর এবং সে অনুযায়ীই এ ব্যবস্থা। লিখিত পরীক্ষায় ৯ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নেন। কেন শিক্ষক নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্ন যথাযথভাবে সংরক্ষিত রাখা গেল না, এ জন্য কারা দায়ী এবং তাদের কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে— সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এতে সন্দেহ নেই যে, পরীক্ষার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্তদের মধ্য থেকেই কিছু লোক এ গুরুতর অপরাধ সংঘটন করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এর দায় এড়াতে পারে না। প্রশ্ন ফাঁস করে তা হাজার হাজার প্রার্থীর কাছে বিক্রি করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় কিছু লোক আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, দুই-চারজনের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না। একটি সংঘবদ্ধচক্র এর পেছনে সক্রিয় ছিল এবং তাদের সময়মতো নিবৃত্ত করায় মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন স্তরের প্রশাসন স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছে। এভাবে ফাঁস হওয়া প্রশ্নে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষক হিসেবে যারা নিয়োগ পেতেন, তারা মোটেই এ মহান পেশার উপযুক্ত ছিলেন না। নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরা শিশুদের কেবল কুশিক্ষাই দিতেন। সঙ্গত কারণেই ১৭ জেলায় নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত সঠিক। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, এর দ্বারা কেবল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ঢালাওভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যারা পরীক্ষার বিপুল আয়োজনকে কলুষিত করেছে এবং এ প্রক্রিয়ায় আর্থিকভাবে লাভবান তারা মূলত রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে। এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি সামান্যই বলে প্রতীয়মান হয়। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়ে আসার ভয় থেকেই কি এমন উদ্যোগহীনতা?